প্রহেলিকা

রচনা

আজিজুস সামাদ

প্রহেলিকা

১৯৯৫ সালে ২৭ অক্টোবর গাইড হাউজ মিলনাতনে ১ম মঞ্চায়ন -এর

চরিত্র লিপি ও কুশীলব

বৃদ্ধ	ঃ	আজিজুস সামাদ
ডেগান	ঃ	সৈয়দ শুভ্র
মানোয়া	ঃ	সাগর রহমান
ডে-লায়লা	ঃ	সাইমুন
ফাঁসোয়া	ঃ	ফারুক মাহমুদ দিপু
হারাফা	ঃ	হেমায়েত হোসেন তপন
জুডাস্	ঃ	কামরুল ইসলাম
স্যামসন	ঃ	আজিজুস সামাদ
প্রহরীবৃন্দ	ঃ	আজিজুল হক মিঠুন, কামরুল হাসান রওনক, আনিসুর রহমান, হারুন-উর-রশিদ।

নেপথ্যে ঃ

নির্দেশনা	ঃ	আজিজুস সামাদ
মঞ্চ ব্যবস্থাপক	ঃ	এস,একে, বোখারী
সহঃমঞ্চ ব্যবস্থাপক	ঃ	মনোজ কুমার
আলোক পরিকল্পনা	ঃ	রাশিদুল হাসান লিটন
আবহ সংগীত পরিকল্পনা	ঃ	আবিদ হোসেন
কোরিওগ্রাফী	ঃ	মুনমুন আহমেদ
মঞ্চ পরিকল্পনা	ঃ	হেমায়েত হোসেন তপন
পোষাক পরিকল্পনা	ঃ	রাশিদুল হাসান লিটন
রূপ সজ্জা	ঃ	ফারুক আহমেদ
পর্দা সরবরাহ	ঃ	অশোক মুখার্জী
আলোক সরবরাহ	ঃ	সিরাজ আহমেদ

[অন্ধকার মঞ্চ। অন্ধকার অডিটরিয়াম। অন্ধকারের মধ্যে গুন গুনিয়ে ভেসে আসে পুঁথির সুর। সুর আস্তে আস্তে কথায় রূপ নেয়। মঞ্চের সামনে অস্পষ্ট স্পট জ্বলে ওঠে। ঐ আলোয় একজন লোককে দেখা যায়; অন্ধ লোক- চুল ছোট। পুঁথি পাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট Paus: Paus এর মাঝে অডিটরিয়ামের মধ্যে থেকে একটা ট্রাংক ছেঁচড়ে আনার শব্দ। পুঁথির শেষের দিকে ক্লান্ত উদভ্রান্ত এক যুবককে দেখা যাবে দড়ি দিয়ে টেনে আনছে একটা তালা দেয়া বড় ট্রাংক। ট্রাংকের নীচটা আসলে সম্পূর্ণ কাটা, বোঝা যায় না।]

অন্ধ ঃ যে সময় কোন জাতি নীতিভ্রষ্ট হয়
নিজেদের দোষে তারা দাসত্ব যে লয়
মুক্তির চেয়ে প্রিয় দাসত্ব তার কাছে
মুক্তির চেয়ে সহজ গোলামী নেয় বেছে ।
যে তাঁকে বাঁচাবে ঈশ্বরের কৃপায়
সমস্ত সন্দেহ - ঘৃনা তারে ঢেলে দেয়
তারপরও দেশব্রতী যদি নিরস্ত না হয়
প্রায়শ সবাই তাকে ফেলে যে পালায় ।
আখেরাতে তার সুকৃতির এই মূল্য দেয়
অকৃতজ্ঞ দেশবাসী, অকৃতজ্ঞ দেশ॥

যুবক ঃ কে ? কে গান গায়। কে বলে অকৃতজ্ঞ দেশবাসী, অকৃতজ্ঞ দেশ।

অন্ধ ঃ আমি এক অন্ধ মুসাফির। যুগে যুগে - দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। দেখি, পাত্র, পাত্রী সব একই আছে, শুধু বদলে গেছে স্থান, কাল।

যুবক ঃ কেন, একথা বলছেন কেন?

অন্ধ ঃ খিলজির সতেরজন সৈন্যের ঘোড়ার খুড়ের শব্দে ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায় সাধের রাজ্য পাট, দেশবাসী তাকিয়ে দেখে। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা উড়ে যায় কয়েকটা গোড়া সৈন্যের হাতে, দেশবাসী তাকিয়ে দেখে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ভরা হাটে ধরা পড়ে কয়েকজন সৈন্যের হাতে, দেশবাসী তাকিয়ে দেখে।

যুবক ঃ আমরাতো এখনো তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরন করি।

অন্ধ ঃ স্মরণ? স্মৃতি? মূল্যহীন কিছু শব্দগুচ্ছ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দেশবাসী পাশে এসে দাঁড়ায় নি।

যুবক ঃ হয়তো তাঁরা দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। (নিরবতা)

অন্ধ ঃ দারুন বলেছোতো। তোমার গায়ে পলি মাটির গন্ধ, সাথে বারুদের গন্ধ মেশানো তুমি কে?

যুবক ঃ আমিও এক পথিক, তবে আপনার মতো ত্রিকালজ্ঞ নই। আমার স্থান, কাল, পাত্র – সব ঠিকই আছে। শুধু বুঝতে পারছিনা আমি কোন দিকে চলেছি।

অন্ধ ঃ কাউকে জিজ্ঞাসা করে নাও।

যুবক ঃ প্রশ্নের চৌরাস্তায় পৌছে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু কে যে সঠিক বুঝতে পারছি না। একেক জন একেক দিকের কথা বলছে।

অন্ধ ঃ তোমার ইতিহাসের কাছে জিজ্ঞাসা কর।

যুবক ঃ ইতিহাস? কোন ইতিহাস? উর্দু, আরবী, ফার্সী, ইংরেজ, মোগল – কোনটা আমার ইতিহাস?

অন্ধ ঃ তুমি তাহলে নিশ্চয়ই এক পরাধীন জাতির প্রতিনিধি । কিংবা জারজ কোন
জাতির।

যুবক ঃ না, না। আমার পিতৃপুরুষের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি , আমি কোন জারজ বা পরাধীন জাতির প্রতিনিধি নই। শুধু আমার ইতিহাস ক্ষত বিক্ষত হয়েছে শত্রুর হাতে।

অন্ধ ঃ তাহলে তোমার শত্রুকেই খুঁজে বের কর। (নিরবতা)

যুবক ঃ আপনি কে? আপনিই আমার শত্রু নন তো?

অন্ধ ঃ হে উদভ্রান্ত যুবক , ক্ষান্ত হও । আমি তোমার শত্রু নই। তবে হয়তো তোমার শত্রুকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারি।

যুবক ঃ বলুন, বলুন – কে সে। আমি জানি , আমার শত্রুকে খুঁজে বের করতে পারলেই আমার এ পথ চলার অবসান হবে। মুক্তি পাবে আমার অবসাদগ্রস্থ, ক্ষত বিক্ষত অন্তর। আমাকে সাহায্য করুন। দয়া করুন।

অন্ধ ঃ ধীরে বন্ধু , ধীরে। আচ্ছা, তুমি কি যেন একটা টেনে নিয়ে এসেছো । বলতো ওটা কি?

যুবক ঃ আহ, এ এক বিশাল বোঝা । আমার পিতৃ পুরুষ মারা যাবার আগে এ বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, বিরাট এক তালা মেরে। অথচ চাবি দিয়ে যাননি। শুধু বলে গেছেন, যখন আমি চরম ভাবে দিক ভ্রষ্ট হব, তখন খুলে যাবে এই তালা-দেবে আমায় দিক নির্দেশনা। আচ্ছা , আপনার কি মনে হয়না আমি যথেষ্ট দিক ভ্রষ্ট?

অন্ধ ঃ হ্যাঁ, তোমার কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে। শুধু দিক ভ্রষ্টই তুমি নও -উদভ্রান্তও বটে।

যুবক ঃ তাহলে এখনও খুলছে না কেন এ তালা -কেন খুলছেনা? মাঝে মাঝে মনে হয় , ফেলে দেই এ বোঝা । শুরু হোক উদ্দেশ্যবিহীন কোন যাত্রা আমার।

অন্ধ ঃ কখনও খোলার চেষ্টা করেছো তালাটা?

যুবকা ঃ বহুবার, বহুবার। লাথি দিয়েছি ; গুলি পর্যন্ত করেছি। কিন্ত কিছুতেই কিছু হয় না।

অন্ধ ঃ উহু , শক্তি দিয়ে নয় , এ তালা খুলতে হবে কৌশলে।

যুবক ঃ আপনি জানেন , জানেন কিভাবে খুলতে হয় এ তালা?

অন্ধ ঃ হয়তো জানি।

যুবক ঃ তাহলে আমায় দয়া করুন। খুলে দিন এ তালা। শেষ হোক আমার তমশাচ্ছন্ন রাত্রিতে অস্থির এই পথ চলা।

অন্ধ ঃ আমি যদি খুলে দেই, তাহলেতো আমার দৃষ্টিতে দেখতে পাবে তোমার দিক নির্দেশনা। সেটা হয়তো তোমার বোধগম্য হবেনা।

যুবক ঃ হোক আর নাই হোক ---- আমি এর শেষ দেখতে চাই।

অন্ধ ঃ যদি এর ভেতর থেকে এমন এক দৈত্য বেরিয়ে আসে, যাকে বশ করা তোমার সাধ্যের অতীত।

যুবক ঃ আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

অন্ধ ঃ যদি তখন আমাকে খুঁজে না পাও ? আমাকে চিনতে না পারো?

যুবক ঃ তাহলে , তাহলে আমি সেই দৈত্যের বশ মানবো।

অন্ধ' ঃ হা হা হা তুমি দেখছি শুধু উদভ্রান্ত এবং দিকভ্রষ্টই নও, নীতি ভ্রষ্টও বটে।

যুবক ঃ আহ্ থামুনতো। আপনি খুলবেন কিনা বলুন? (নিরবতা)

অন্ধ ঃ আমার অন্ধত্বকে নিশ্চয়ই আমার অক্ষমতা ধরে নিয়ে কথাটি বলনি।

যুবক ঃ কিছু মনে করবেন না। আমি কখনোই তা মনে করিনি। আসলে আমার আক্রোশ আমার নিজের অক্ষমতার উপর।

অন্ধ ঃ হ্যাঁ, ঐ আক্রোশের সাথে আমার পূর্ব পরিচয় আছে। ঠিক আছে, আমি তোমার বাক্সের তালাটি খুলে দেব। কিন্ত যদি দেখ, ঘটনা প্রবাহ তোমার সহ্য সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে -তাহলে শুধু এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করবে, " হে অন্ধ , আমি তোমায় ভালবাসি। " তাহলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

যুবক ঃ দয়া করুন-আর কথা বাড়াবেন না, আর দেরী সহ্য হচ্ছে না, এবার খুলুন-তালাটা খুলুন।

অন্ধ ঃ বাক্সটি আমার সামনে, এখানে এনে রাখো।

[যুবক ট্রাংটি একটি ছোট টেবিলের উপর রাখে, যার কোন টপ নেই। ট্রাংকটিরও কোন তল না থাকায় এখন যে কেউ টেবিলের নীচ দিয়ে ট্রাংকটির মধ্যে দিয়ে বেরুতে পারবে। টেবিলটার পায়ের তিন দিক ঘেরা। শুধু দর্শক যে দিক দেখতে পাচ্ছেনা, সে দিক খোলা।]

অন্ধ ঃ আমি শুধু তোমার কষ্ট, তোমার ব্যথা উপশমের জন্য খুলে দিচ্ছি এ অর্গল। আমার দৃষ্টিতে দেখ তোমার পৃথিবীকে , দেখ এবং বোঝার চেষ্টা কর। তাহলেই পরিষ্কার হবে সবকিছু ।

[বলতে বলতে আস্তে আস্তে ঢাকনা খোলে । ডিমারে আস্তে আস্তে টেবিলের নীচে থেকে আলো জ্বলে ওঠে। অন্য সব আলো কেটে যায়। শুধু দুজনের মুখটুকু আলোতে । ট্রাংকের ভেতর থেকে হালকা ধোঁয়া

উঠছে। হালকা ভাবে ভেসে আসছে অনেক কণ্ঠে "স্যামসন" ডাক। অডিটোরিয়ামে বেশ কিছু ছোট ছোট আলো জ্বলছে নিভছে। মিউজিক দিয়ে একটি অধিভৌতিক পরিবেশ তৈরী করতে হবে।]

যুবক ঃ কই, কিছুই তো নেই এর ভেতর!

অন্ধ ঃ এত সহজেই সব কিছু দেখতে পারবে , বুঝতে পারবে?

যুবক ঃ কিছুতো অন্তত দেখতে পারবো, বুঝতে পারবো।

অন্ধ ঃ কেন , শুনতেও কি কিছু পাচ্ছোনা?

যুবক ঃ কই, নাতো।

অন্ধ ঃ কান পেতে শোন, কিছুই কি শুনতে পাচ্ছোনা।

[শোনার চেষ্টা করে]

যুবক ঃ কারা যেন স্যামসন নামের কাউকে ডাকছে।

অন্ধ ঃ স্যামসন কে , জানো?

যুবক ঃ না।

অন্ধ ঃ স্যামসন হচ্ছে সেই, যে মাতৃজঠরে যখন বড় হচ্ছিল - সে কঠিন নয় মাস, মায়ের জন্য কঠিন নয়টি মাস, মায়ের রক্তে বেড়ে ওঠা নয়টি মাস। অথচ দৈববানী এসেছিল, এই রক্তস্নাত শিশুটি বয়ে আনবে জাতির জন্য নতুন আলোর ঝলকানী । দৈববানী ছিল, স্যামসনের কেশরাজি হবে তার সমস্ত শক্তির আঁধার। কেশরাজি যতই বাড়বে, ততই হবে সে শক্তিশালী। তারপর মাতার প্রচন্ড প্রসব যন্ত্রনার মধ্যে জন্ম নিল স্যামসন। শত্রুর শত বাঁধার মুখেও জন্ম নিল স্যামসন। তাঁর জন্ম জাতিকে শোনালো নতুন দিনের গান। কিন্তু সে গান আস্তে আস্তে লীন হয়ে এলো, লীন হয়ে এলো- কারন তার জাতি তাকে সঠিক সময়ে সঠিক সুরটি ধরিয়ে দিতে পারেনি। লীন হয়ে এলো কারণ তাঁর খুব কাছের বন্ধু 'জুডাস' তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়নি; লীন হয়ে এসেছিল কারণ তাঁর জাতি সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর পিছনে কাতারবন্দি হয়নি ; লীন হয়ে এসেছিল কারণ, তাঁর স্ত্রী ডে-লায়লা বিশ্বাসঘাতকতা করে জানিয়ে দিয়েছিল স্যামসনের শক্তির উৎসের কথা স্যামসনের শত্রু 'ডেগানেরকাছে। সেই ডেগান, যে নাকি ক্ষমতার নেশায় মদমত্ত। যে চায় শুধুই ক্ষমতা। সেই ডেগন তার সেনাপতি ফাঁসোয়াকে দিয়ে এক কাল রাত্রির আঁধারে স্যামসনের সকল শক্তির উৎস, তার চুলের গোছাটি কেটে নিয়েছিল । আর সব কিছুর পেছনে ছিল কুমন্ত্রনা দানকারী , পরাজিত শক্তি, এক ভয়াবহ দৈত্যের মালিক 'হারাফা'।

[তীক্ষ্ণ এক হাসির সাথে ট্রাংকের ভেতর থেকে আর সকলের মতো বেরিয়ে আসে হারাফা। এই কথাগুলো বলতে বলতে অন্ধ লোকটি মঞ্চ থেকে অডিটোরিয়ামের মাঝে যাওয়া একটি প্লাটফরমের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল; যুবকের সে দিকে খেয়াল নেই। সে অবাক বিস্ময়ে

যুবক ঃ এ আমি কি দেখলাম! একি শুধুই স্বপ্ন, নাকি কিছু ? বোধ হয় স্বপ্নই। ঐ তো আমার ট্রাংক। ঐ তো, বৃদ্ধ লোকটিও বসে আছে।

বৃদ্ধ ঃ ফিরে এলে বুঝি?

যুবক ঃ কোত্থেকে ফিরে আসবো? আপনি আমায় পথ দেখাবেন বলে ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ালেন। দেখার সুযোগ আর দিলেন না।

বৃদ্ধ ঃ কিছুই কি দেখনি?

যুবক ঃ কি জানি, একবার মনে হচ্ছে যেন দেখেছি। আবার মনে হচ্ছে যেন দেখিনি।

বৃদ্ধ ঃ তোমার পথ তুমি খুঁজে পেয়েছো তো?

যুবক ঃ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে পেয়েছি। আবার মনে হচ্ছে, পাইনি।

বৃদ্ধ ঃ আগেই বলেছিলাম, বাক্সের তালা যদি আমি খুলে দেই তবে সে হবে আমার দৃষ্টিতে দেখা- তুমি নাও বুঝতে পার।

যুবক ঃ আচ্ছা? আপনিই কি স্যামসন?

বৃদ্ধ ঃ যুবক ? পথ খুঁজতে যেয়ে চরিত্র খুঁজতে শুরু করেছো ? এবার নিজেই চেষ্টা করতে থাক বাক্সের তালা খোলার। তাহলেই তোমার মত করে- তুমি বুঝতে পারবে। তোমার পূর্ব পুরুষ সব রহস্যের ভান্ডার তোমার কাছে দিয়ে গেছেন। যতদিন সে ভান্ডার উন্মোচিত করতে না পারছো- ততদিন চলতে থাকুক তোমার উদ্দেশ্যবিহীন এই পথচলা।

যুবক ঃ তবে তাই হোক। আবার শুরু হোক আমার পথচলা। মাঝে মাঝে চেষ্টা করবো তালাটা খোলার। তবে আর শক্তি নয়, এবার কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করবো।

(যুবক শুরুতে যেভাবে ট্রাংক টেনে আসছিল, সেভাবেই আবার যেতে থাকল)

।। সমাপ্ত ।।

তাকিয়ে দেখছে একেকটা নাম বলার সাথে সাথে ট্রাংক থেকে বেরিয়ে আসা চরিত্রগুলোকে, চরিত্রগুলো বের হয়ে এসে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।]

যুবক ঃ সবইতো বুঝলাম। কিন্তু --------- আরে লোকটা কোথায় ? আপনি কোন খানে? আপনাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন?

অন্ধ ঃ [অডিটোরিয়ামের কোন এক অন্ধকার কোন থেকে, সম্ভব হলে ডিমারে হালকা স্পট।] আমাকে খোঁজার চেষ্টা করোনা, তোমার উত্তর খোঁজার চেষ্টা কর।

যুবক ঃ এই অদ্ভুৎ বিশ্বাস ঘাতক চরিত্রগুলোর মাঝখানে আমাকে একা ফেলে নিশ্চয়ই আপনি চলে যাবেন না?

অন্ধ ঃ পছন্দ না হলে আমার শিখিয়ে দেয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করবে। দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুবক ঃ আরে বাবা -ও কী আর মনে আছে নাকি , আর একবার বলে দিয়ে যান।

অন্ধ ঃ মনে করার চেষ্টা কর।

যুবক ঃ মনে আসছে না।

অন্ধ ঃ প্রয়োজনের সময় মনে পড়ে যাবে। হয়তো স্যামসনই তোমায় পথ দেখাবে।

যুবক ঃ দেখুন, আপনি যাবেন না। আপনি আমাকে এদের মাঝে এনেছেন, আপনিই আবার ফেরৎ নেবেন। [স্পট কমতে থাকে।]

অন্ধ ঃ ভুল বললে , তোমার ইচ্ছায় আমি তোমাকে এখানে এনেছি।

যুবক ঃ দয়া করে যাবেন না।

অন্ধ ঃ তোমার প্রশ্নের উত্তর খোঁজ। আমি চললাম।

যুবক ঃ ঠিক আছে, যাবার আগে অন্তত এটুকু বলে যান, স্যামসনকে আমি কোথায় পাব।

[অন্ধের আলোটি নিভে যায়। কোরাসে স্যামসন ডাক ভেসে আসে। বিটের সাথে সাথে একেক জায়গায় স্পট জ্বলে এবং আগের চরিত্রগুলো একেকজন ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলে "কোথায় স্যামসন'' 'মুক্তির প্রতিক স্যামসন', 'সম্রাট স্যামসন'। স্পট নিভে যায় আরেক জায়গায় জ্বলে ওঠে। চরিত্রগুলোর পরনে গ্রীক/ রোমান ধরনের জমকালো পোষাক হলে ভালো হয়। হঠাৎ যুবক চিৎকার করে ওঠে।]

আহ, তোমাদের এসব বন্ধ কর। এ আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে।

[তারপরও "কোথায় স্যামসন" ---------- চলছে।]

যুবক ঃ না -না-না, আমি আর পারছিনা । আমাকে এখান থেকে কেউ উদ্ধার কর। কেউ একজন আমকে মন্ত্রটা বলে দাও। এই বিশ্বাসঘাতক অদ্ভুত চরিত্রগুলোর হাত থেকে আমায় বাঁচাও। হে অন্ধ মুসাফির, আমায় অন্তত মন্ত্রীটা মনে করিয়ে দিয়ে যাও-এই অসহায়ত্ব থেকে আমায় মুক্তি দাও।

অন্তত স্যামসনের খোঁজ আমায় দিয়ে যাও। এই যন্ত্রনা থেকে আমি মুক্তি চাই, আমি মুক্তি চাই, আমি মুক্তি চাই।

[হঠাৎ অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণ হাসির সাথে সামনে এসে একজন লাফিয়ে পড়ে। অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতো চলা, কণ্ঠস্বর খ্যাঁন খ্যাঁনে, তীক্ষ্ণ।]

হারাফা ঃ স্যামসন, স্যামাসান ! এত স্যামসনকে খোঁজা হচ্ছে কেন শুনি।

যুবক ঃ সে নাকি জাতির জন্য বয়ে এনেছে নতুন আলোর ঝলকানি। সে আলোয় আমিও আমার পথ খুঁজে নিতে চাই।

হারাফা ঃ সে দেবে তোকে পথের সন্ধান! হয়তো কোন এক সময় পারতো। কিন্তু এখনতো তার সে দিন গত। সে নিজেই অন্ধ, বন্দী জীবন তার। তোকে পথ দেখাবে কোথায়?

যুবক ঃ অন্ধ ! অন্ধ কেন?

হারাফা ঃ অন্ধ, কারণ আমার তাকে পছন্দ হয়নি। অন্ধ, কারণ বুদ্ধির খেলায় শত্রুর চেয়ে সে দুর্বল ছিল। অন্ধ, কারন সে আমার শত্রু ছিল।

যুবক ঃ তুমি হারাফা! ভয়ঙ্কর দৈত্য যার বশে। তুমিই আমার শত্রু নওতো, যাকে আমি খুঁজছি।

হারাফা ঃ [তীক্ষ্ণ হাসির সাথে সাথে] চেনে, আমাকে সবাই চেনে। আমার দৈত্যকে সবাই ভয় পায় । আমার দৈত্যকে যখন ডেকে পাঠাই, তখন ছাড় খার হয়ে যায় জনপদের পর জনপদ। শুধু দুঃখ, স্যামসনের মুখোমুখি আমি আমার দৈত্যকে এখনও দাঁড় করাতে পারিনি। তবে সময় আসবে,সময় আসছে, যখন আমার দৈত্যকে আমি খাঁচা থেকে বের করবো; স্যামসনের সব সমর্থকদের হাত পা এক এক করে টেনে টেনে ছিঁড়বো।

যুবক ঃ তার আগেই আমাকে খুঁজে পেতে হবে স্যামসনকে।

(হারাফা যুবককে ঘুরে ঘুরে দেখে।)

হারাফা ঃ তুই কে? স্যামসনের কোন সমর্থক নস্ তো?

যুবক ঃ হয়তো। (হারাফা আঁতকে ওঠে) কি হল ; অন্ধ, শক্তিহীন, স্যামসনের সমর্থককে এত ভয়?

হারাফা ঃ হ্যাঁ, তোকে কোথাও দেখেছি । তুই স্যামসনের সমর্থকদের নতুন নেতা মানোয়া। তুই ঠিক মানোয়া।

মানোয়া(যুবক) ঃ আমি মানোয়া কিনা জানিনা, আমি নেতা কিনা জানি না। আমি শুধু জানি, স্যামসনের সাথে দেখা হওয়াটা আমার খুব প্রয়োজন। তোদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্যামসনের সাথে দেখা হওয়াটা আমার খুব বেশী প্রয়োজন।

হারাফা ঃ তার আগেই তোর সর্বনাশ হবে, তুই পরাভূত হবি।

[ট্রাম্পেট বেজে ওঠে , জমকালো পোষাকে পরিষদ বর্গসহ প্লাটফরম দিয়ে ডেগান ঢোকে।]

নেপথ্যে ঃ রাজাধিরাজ,স্যামসন যার শক্তির কাছে পরাজিত, মহা শক্তিমান, পৃথিবীর বাদশা, মহামান্য সম্রাট ডেগান বাহাদুর।

[হারাফা নত হয়ে কুর্ণিশ করে এবং এ অবস্থাতেই থাকে। মানোয়া সোজা দাঁড়িয়ে থাকে।]

ডেগান ঃ কে, কে এই দুর্বিনীত যুবক, যে আমার সামনে এমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে?

হারাফা ঃ (লাফিয়ে কাছে যায়।) মহামান্য সম্রাট, এই লোকটির নাম মানোয়া। এই লোকটিই সেই লোক, যে স্যামসনের নামে জনগনকে আবার ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়। চায়, আবার স্যামসন প্রতিষ্ঠিত হোক জনগনের মনিকোঠায়।

ডেগান ঃ তুমিই তাহলে সেই মানোয়া, যার কথা আমার গুপ্তচরেরা আমার কাছে এনেছে। কিন্তু যুবক, তোমার এ প্রচেষ্টাতো সফল হবার নয়।

যুবক ঃ কেন নয়?

ডেগান ঃ কারণ আমি মহা শক্তিশালী । আমার শক্তির সামনে স্যামসন আজ অসহায়; অন্ধ, এবং আমারই দাসানুদাস এক বন্দি।

মানোয়া ঃ তোমার শক্তির কাছে ? নাকি তোমার কপটতার কাছে, তোমার শঠতার কাছে , তোমার কাপুরুষতার কছে, তোমার বিশ্বাস ঘাতকতার কাছে সে পরাজিত।

ডেগান ঃ তবু সে পরাজিত এবং আমার কাছেই পরাজিত।

মানোয়া ঃ আমি নিজেই জানিনা, আমি কোথায় আছি। কিন্তু তারপরও যতটুকু জানি, এই শঠ হারাফা যদি তোমায় কুমন্ত্রনা না দিত,তবে স্যামসন আজ থাকতো স্বমহীমায় উদ্ভাসিত।

হারাফা ঃ মহামান্য,এই যুবক আমার শক্তিকে বিশ্বাস করে না। এদেশের মানুষ হয়ে সে জানেনা, আমার শক্তির পরিচয়। মহামান্য,আমার সন্দেহ হয়, এ এক বিদেশী গুপ্তচর।

ডেগান ঃ যুবক, হারাফার ক্ষমতাকে তুমি ব্যাঙ্গ করোনা, হারাফার শক্তির উৎস তার বশীভূত দৈত্য।

মানোয়া ঃ তারপরও সে স্যামসনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে যায়নি।

হারাফা ঃ (চেঁচিয়ে ওঠে) আমি যদি একবার শুধু সুযোগ নিতাম, তবে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারতাম এই দেশ, জাতি।

মানোয়া ঃ হারাফা, তুমি শঠ হও আর বিশ্বাস ঘাতকই হও, বেশ বুদ্ধি রাখ। উড়িয়ে দেবাব চেষ্টা তুমি নিশ্চয়ই করেছিলে, এবং হয়তো তোমার ধ্বংস আসন্ন দেখে স্যামসনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে, আশ্রয় নিয়েছিলে ঐ বিশ্বাসঘাতিনী ডে-লায়লার আঁচলের কোনে।

ডেগান ঃ যুবক, তুমি ডে-লায়গার কথাও জান দেখছি !

ডে-লায়লা ঃ না,না,না-তোমরা যা জান, তা হয়তো পুরো সত্য নয়। আমি চাইনি স্যামসনের ধ্বংস। আমি শুধু স্যামসনকে আমার কাছে রাখতে চেয়েছিলাম।

মানোয়া ঃ হায় রে হতভাগিনী নারী, মহা শক্তিমানকে বাঁধতে চেয়েছিলে তোমার আঁচলে! তুমিতো দেখছি আমার চেয়েও পথহারা এক পথিক।

ডে-লায়লা ঃ আমি হয়তো তাকে প্রচন্ড ভালোবেসেছিলাম। হয়তো তার ক্ষমতাকে আমার আঁচলে বেঁধে আমিও হতে চেয়েছিলাম মহীয়সি। কিন্তু এ পথে চলার বুদ্ধি আমাকে কে দিয়েছিল? কে প্ররোচিত করেছিল এই পথ বেছে নেবার জন্য? এই হারাফা, এই ফাঁসোয়া এই ডেগান।

ফাঁসোয়া ঃ মহানুভব, আমাকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। আমি সেই ব্যক্তি, যে মহাশক্তিমান স্যামসনকে তাঁর একান্ত সহচর জুডাসের সাহায্য নিয়ে বন্দী করেছিলাম অন্ধ করে ছিলাম। কেটে নিয়েছিলাম তাঁর শক্তির আঁধার, তাঁর কেশরাজিকে।

ডে-লায়লা ঃ বীরের মত সম্মুখ সমরে নয়,কাপুরুষের মতো রাতের অন্ধকারকে বেছে নিয়েছিলে-

ফাঁসোয়া ঃ আমি সৈনিক। অস্ত্রই আমার শক্তি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাত্রির অন্ধকার হলো কৌশল। কিন্তু স্যামসন মায়ার প্রভাবে শক্তিমান। নয়তো কে, কবে শুনেছে যে চুলের মাঝে লুকিয়ে থাকে শক্তি। মায়াকে লুকিয়েছে সে দৈববানীর আশ্রয়ে।

ডে-লায়লা ঃ কোন তন্ত্র মন্ত্রের কারবার সে করে না। আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, আমি জানি, এ শক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত। শুধু এক শর্তে এ শক্তি ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ চুল সে না কাটছে, ততক্ষণ মহাশক্তিমান সে।

হারাফা ঃ তাহলেতো সে যুদ্ধ করবে নাপিতের সাথে, সৈনিকের সাথে নয় ?

ডে-লায়লা ঃ আহ্, আমি যদি আর একবার জন্ম নিতে পারতাম, ভুলগুলো শুধরিয়ে নিতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমাকে দেখতে হতোনা এইসব অর্বাচীন লোকদের আস্ফালন। (বেরিয়ে যায়।)

হারাফা ঃ (মানোয়াকে) বেশ সুন্দরী, তাই না ? আমারও খুব পছন্দ ।

মানোয়া ঃ পর নারীর দিকে তোর যে দৃষ্টি, তাতে মনে হয় তুইই আমার শত্রু। (হারাফাকে কলার টেনে শূন্যে তুলে ফেলে ।)

ডেগান ঃ ফাঁসোয়া, তুমি ডে-লায়লার সাথে সুসম্পর্ক তৈরী কর । ওকে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হলো । ও যদি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায় তবে বিপদ।

ফাঁসোয়া ঃ আপনার বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিস্কার মহামান্য সম্রাট।

হারাফা ঃ মহামান্য, বিপদ এখন আমার গলার কাছে ঘুরঘুর করছে। এদিকে একটু নজর দিন।

ডেগান ঃ ফাঁসোয়া, হারাফাকে বাঁচাও।(ফাঁসোয়া দৌড়ে যায়, মানোয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধরে থাকে।)

হারাফা ঃ ধন্যবাদ মহামান্য, ধন্যবাদ। কিন্তু এই লোকটি, যাকে আমি মানোয়া বলে সন্দেহ করছি, সে আজ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল; কাল সে আপনারও মৃত্যু কামনা করতে পারে।

ডেগান ঃ নির্বোধ যুবক, তুমি কে?

মানোয়া ঃ এ প্রশ্নের উত্তর যদি আমি জানতাম..

হারাফা ঃ এ নিশ্চয়ই স্যামসনের বশংবধ। এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত। এই মুহূর্তে ওকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হোক।

ডেগান ঃ হারাফা, এর পরিচয়; এর উদ্দেশ্য না জেনে একে মেরে ফেললে আমরাই হয়তো বিপদগ্রস্ত হবো।

হারাফা ঃ মহামান্য বুদ্ধিমান, যা ভালো বোঝেন, করেন। কিন্তু আমিও বলে রাখছি; এ স্যামসনকে আবার বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে চায়।

ডেগান ঃ তুমি নিশ্চিত হলে কিভাবে? বরং আমারতো মনে হচ্ছে এ এক উদভ্রান্ত যুবক।

ফাঁসোয়া ঃ মহামান্য, আমার মনে হয় স্যামসনের একান্ত সহোচর জুডাস, যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল স্যামসনের সাথে, তাকে ডেকে আনা উচিত?

ডেগান ঃ কেন?

ফাঁসোয়া ঃ এই যুবক যদি স্যামসনের কেউ হয়, জুডাস নিশ্চয়ই তাকে চিনতে পারবে মহামান্য।

ডেগান ঃ খারাপ বলনি। এই কে আছিস্, জুডাসকে ধরে নিয়ে আয়।

হারাফা ঃ শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন মহামান্য। এর মুড়র কোন অধিকার নেই, এর ধরের সাথে লেগে থাকার।

ডেগান ঃ হারাফা তুমি থাম। যুবক, তোমার নাম কি?

মানোয়া ঃ জানিনা।

হারাফা ঃ মিথ্যেবাদী হুজুর - এ মানোয়া। আমি হলফ করে বলতে পারি - এ মানোয়া।

ডেগান ঃ (চিৎকার করে।) হারাফা! (মানোয়াকে) তুমি কোত্থেকে এসেছো?

মানোয়া ঃ জানিনা।

ডেগান ঃ এখানে কেন এসেছো ?

মানোয়া ঃ জানিনা।

ডেগান ঃ তুমি স্যামসনকে চেন?

মানোয়া ঃ জানিনা।

ফাঁসোয়া ঃ তাহলে জানোটা কি?

মানোয়া ঃ জানিনা, আমি কিচ্ছু জানিনা। আমার মনে হচ্ছে, আমি এক স্বপ্নের ঘোরে আছি।

হারাফা ঃ তোমার স্বপ্ন ভাঙ্গতে বেশী দেরী নেই বাছা, জুডাস আসছে।

মানোয়া ঃ আমিও তাই চাই। আমি চাই জুডাস আসুক আমার এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাক। আমি খুঁজে পাই সেই মন্ত্র, যে মন্ত্রের কথা আমাকে অন্ধ বৃদ্ধটি বলেছিল। এই অচেনা অজানা পরিবেশ থেকে ফিরে যাই আমার উদ্দেশ্যহীন পথ চলায়।

ডেগান ঃ দাঁড়াও, দাঁড়াও। অন্ধ, বৃদ্ধ মানে? কে সে?

হারাফা ঃ মন্ত্রের কথাটিও ভুলবেন না মহামান্য।

মানোয়া ঃ এক অন্ধ বৃদ্ধ। আমাকে পথ দেখাবে বলে এখানে এনেছে। তার মতো করে দেখাবে, যদি ভালো না লাগে, যদি বুঝতে না পারি তাহলে এক মন্ত্র পড়লেই.....। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি সে মন্ত্র। কেউ একজন বলে দাও আমায় সে মন্ত্রটি। (জুডাস ঢোকে।)

জুডাস ঃ হুজুরেরা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

ফাঁসোয়া ঃ এই বেটা, তোর কটা হুজুর ....রে।

জুডাস ঃ রাগ করবেন না। ওটা জিহবার অসতর্কতা। আমি এখন আর হুজুর খুঁজছিনা আমি শুধু এখন বাঁচতে চাই। কিন্তু আপনাদের আচরণ আমায় অস্থির করে তুলেছে।

ডেগান ঃ আমাদের কোন্ আচরণ তোমায় অস্থির করে তুলল জুডাস ?

জুডাস ঃ স্যামসনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে রাজত্ব না পাই, অন্তত কিছু তো পাওয়ার কথা ছিল। ফাঁসোয়া, হারাফা এমনকি আপনি নিজেও কিছু পেয়েছেন। কিন্তু আমি, আমি শুধু পেলাম মৃত্যু ভয়।

ডেগান ঃ কেন, কেন তোমার এ মৃত্যু ভয় ?

জুডাস ঃ মহামান্য, স্যামসনের চুল কেটে নিয়েছেন তো কী হয়েছে? সে চুল আবার বড় হতে পারে। কিন্তু মৃত মানুষের চুল বড় হয় না। সবদিক থেকে নিশ্চিৎ হবার জন্য ওকে আপনাদের মেরে ফেলা উচিৎ।

ফাসোয়া ঃ জুডাস, তুমি আসলেই একটা বিশ্বাসঘাতক।

জুডাস ঃ ই ই ই, আর আপনি ?

ফাঁসোয়া ঃ জুডাস! তেলোয়ার বের করে

ডেগান ঃ ফাঁসোয়া, খাম।

ডেগান ঃ জুডাস স্যামসনকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। সে শক্তিহীন ক্রীতদাস এক। তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করলেই কী আর না করলেই কী?

জুডাস ঃ কোন কিছুতেই যখন আপনাদের কিছু যায় আসেনা, তাহলে মেরে ফেলতেই বা দোষ কোথায়।

ডেগান ঃ স্যামসনের যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে, সেটাকে আমাদের স্বার্থে যদি কাজে লাগাতে পারি, তাতেই বা অসুবিধা কোথায়। তাছাড়া যে একবার শক্তিহীন অথর্ব হয়ে পড়ে, তার শক্তি কখনো ফিরে আসেনা। সুতরাং, ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথা না থাকাই ভালো।

জুডাস ঃ সবাই স্বার্থ বেশ ভালো বোঝে। অন্যের জন্য নিজের সামান্য স্বার্থটুকুও কেউ ছাড়তে চায়না। ঠিক আছে .....আপনি শক্তিমান, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। .... শুধু স্যামসনের দিকে একটু তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবেন মহামান্য।

হারাফা ঃ আমরা থাকতে আপনি অত চিন্তিত হবেন না।

জুডাস ঃ হুহ, আশ্বস্থ হলাম। এবার কেন ডেকেছিলেন বলুন?

ডেগান ঃ হ্যাঁ, তুমি মানোয়া নামে স্যামসনের কোন শূভাকাঙ্খীকে চিনতে?

জুডাস ঃ মানোয়া! ---- নাহ্! কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন মহামান্য?

ডেগান ঃ অতি সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে, এই ব্যক্তি স্যামসনকে আবার স্বমহীমায় ফিরিয়ে আনতে চায়।

জুডাস ঃ হুজুর আমাকে বাঁচান। স্যামসনকে মেরে ফেলুন। একদম শেষ করে দিন। হুজুর.....

ডেগান ঃ আহ্ জুডাস, থামতো। ভালো করে চেয়ে দেখ; এই লোকটাকে চিনতে পারো নাকি।

জুডাস ঃ (দেখে) এ লোক আর যেই হোক, মানোয়া নয়।

ডেগান ঃ কিভাবে নিশ্চিত হলে।

জুডাস ঃ এর পোশাকই বলে দেয়, এ ভিনদেশী।

ডেগান ঃ ঠিকই বলেছো তো।

হারাফা ঃ মানোয়া যে ভিনদেশী গুপ্তচর নয়, তা জানছেন কিভাবে মহামান্য?

ডেগান ঃ (নিরবতা) তাওতো ঠিক! ফাঁসোয়া চলো আমার সাথে মন্ত্রনা কক্ষে। এ জট খোলাটা খুবই প্রয়োজন।

[ট্র্যাম্পেট বেজে উঠে]

হারাফা ঃ ওরা তো গেল কুমন্ত্রনা সভায়। এ ফাঁকে আমি তোমাকে একটা সুমন্ত্রনা জানিয়ে রাখি জুডাস।

জুডাস ঃ বল।

হারাফা ঃ আমি খুব শিগগিরই আমার দৈত্যকে ডেকে আনবো; হত্যা করবো স্যামসনকে। দখল করবো ডে – লায়লাকে।

জুডাস ঃ তুমি আমায় কৃতজ্ঞতা - পাশে আবদ্ধ করলে বন্ধু।

হারাফা ঃ শুধু কৃতজ্ঞতা নয়। তোমাকেও আমার পাশে চাই। ফাঁসোয়ার সাথে আমার আলাপ হয়েছে। ডেগানকে সরিয়ে আমিই আসবো ক্ষমতায়।

জুডাস ঃ আমি চাই শুধু স্যামসনের মৃত্যু।

হারাফা ঃ আমার চেয়ে বেশী নয়। (ফাঁসোয়াকে নিয়ে ডেগান ঢোকে। নেপথ্যে ডেগান বাহাদুর --------- ট্র্যাম্পেট ঘোষণা শোনা যাবে।)

ডেগান ঃ আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে, স্যামসন এবং তথাকথিত মানোয়াকে একই ঘরে বন্দী করে রাখা হোক।

মানোয়া ঃ সত্যি, সত্যি বলছেন আপনারা। আপনারা আমাকে স্যামসনের কাছে নিয়ে যাবেন।

ফাঁসোয়া ঃ মহামান্য, এর উল্লাস মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে।

ডেগান ঃ যে শাসকের দৃষ্টি তীক্ষ্ম, তার কোন পরাজয় নেই। তুমি এবং হারাফা সব সময় এদের উপর তীক্ষ্ম নজর রাখবে।

মানোয়া ঃ আপনাদের যা ইচ্ছা করুন। আমি শুধু স্যামসনের কাছে যেতে চাই। এখন তিনিই আমার একমাত্র আরাদ্ধ। তিনিই দিতে পারেন আমার মুক্তি।

হারাফা ঃ মহামান্য, এই লোকটিকে স্যামসনের কাছে যেতে দিয়ে লাভটা কী?

ডেগান ঃ লাভ, স্যামসনের কাছে আমরা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবো। স্যামসন তার মন-প্রাণ সপে দেবে আমাদের কাছে। আর আমরা আস্তে আস্তে ভুল তথ্য প্রচার করে স্যামসনকে জনগণের কাছে হেয় করে তুলবো।

হারাফা ঃ সে তো এখনো করছেন। কিন্তু এই লোকটিকে কেন?

ডেগান ঃ কারণ, এর পরিচয় আমরা জানিনা। এ আমাদের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর বা লাভজনক তাও জানিনা। এ মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় খুনোখুনি করে জনগনের মনে প্রতিক্রিয়া তৈরী করতে আমি চাই না।

হারাফা ঃ মহানুভব! আপনি চান আর নাই চান, সামনে এক বিশাল সমস্যা।

ডেগান ঃ সব সমস্যার সমাধান হোক। ফাঁসোয়া, হারাফা, নিয়ে যাও একে। জুডাস তুমিও সাথে যাও।

জুডাস ঃ আমি আবার কেন?

ডেগান ঃ অন্ধকে ভয় কী! তাছাড়া হারাফা, ফাঁসোয়াতো তোমার সাথেই থাকবে।

জুডাস ঃ হ্যাঁ, এ আশাতে একটা ঝুঁকি নেয়া যায় বৈকি।

ডেগান ঃ বিদায় বন্ধুগণ।

জুডাস, হারাফা, ফাঁসোয়া ঃ (একসাথে) বিদায় জাঁহাপনা।

[ডেগানের প্রস্থান। নেপথ্যে ঘোষণা শোনা যাবে। আলো কমবে। শুধু মানোয়াকে দেখা যাবে।]

মানোয়া ঃ আহ্ অবশেষে স্যামসন। [সমস্ত আলো ধীরে ধীরে নিভে যাবে।]

বিরতি

(ঠিক যে ভাবে বিরতি শেষ হয়েছিল তার উল্টোভাবে শুরু, কোরাসের মাঝে ভেসে আসে"স্যামসন" কণ্ঠস্বর।)

স্যামসন ঃ হায় অন্ধত্ব, হায় আমার বন্দী জীবন। এখানে আমি বন্দী, এখানে বাতাস বন্দী; বন্দী দুষিত বাতাস। কী কষ্টকর এখানে নিঃশ্বাস নেয়া। আমার ইচ্ছা করে ভোরের আলোয় বসে নির্মল বাতাস গ্রহন করি। হায় দৈববানী! কথা ছিল, আমি মাতৃভূমির জন্য নিয়ে আসবো নতুন আলোর ঝলকানী। সেই আমিই আলো থেকে বঞ্চিত,বন্দী এক.....

নেপথ্যে ঃ (ট্রাম্পেট) বন্দী সবাই জাগো।

স্যামসন ঃ কে আসে? কারা আসে? কেন আসে ? শুধুমাত্র আমার অক্ষমতাকে উপহাস করার জন্য দূর্গম কারাগারে কেন আসে?

(হারাফা, ফাঁসোয়া, মানোয়া, রক্ষীসহ ঢোকে।)

মানোয়া ঃ স্যামসন! অবশেষে স্যামসন, বহু প্রতিক্ষিত স্যামসন।

হারাফা ঃ এই যে স্যামসন, তোমার জন্য তোমারি এক বন্ধু নিয়ে এলাম।

স্যামসন ঃ বন্ধু, আমার বন্ধু!

ফাঁসোয়া ঃ হ্যাঁ, তোমার বন্ধু।

স্যামসন ঃ যে রাতে জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতায় হারালাম আমার কেশরাজী অথচ জাতি এসে আমার পাশে দাঁড়ালোনা, তখন থেকেই আমি বন্ধুহীন। কারণ, নীতিভ্রষ্ট জাতির কাছে মুক্তির চেয়ে দাসত্বই শ্রেয়তর। হায়রে অকৃতজ্ঞ দেশবাসী, হায়রে অকৃতজ্ঞ দেশ।

মানোয়া ঃ এই শব্দগুলো আগেও আমি শুনেছি। আপনি কে, কে আপনি। আপনি কি সেই অন্ধ বৃদ্ধ লোকটি?

স্যামসন ঃ আমিতো বৃদ্ধ নই? শুধু অন্তর আমার বৃদ্ধ হয়ে গেছে। আমাকে দেখে কি একবারও মনে হয়, আমিই সেই দুর্বার স্যামসন, যে সিংহকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিল অবলীলায়। আমার এই শতছিন্ন, মলিন, বন্দীর পোষাক দেখে কি একবারও মনে হয়, একদিন এই শরীরে বিধাতার দেয়া আশ্চর্য শক্তি ছিল। চুলের গোছা থেকে বিধাতার ইচ্ছায় সে শক্তি সঞ্চালিত হতো সমস্ত শরীরের গ্রন্থিতে, পেশীতে। সে এমনই এক শক্তি যা একা পরাজিত করেছিল সুসজ্জিত, সুশৃংখল এক সেনাবাহিনীকে। আস্ফালনকারী বহু শত্রুর পিঠ আমি দেখেছিলাম। অথচ আমার অস্ত্র বলতে কিছুই ছিলনা। যে বস্তু পেয়েছিলাম হাতের কাছে-খড়্গের অভাবে হাড়, হাড়ের অভাবে মৃত গাধার চোয়াল; তাই দিয়েই যমালয়ে পাঠিয়েছি শত্রুদের। অথচ আজ আমি বন্ধী, শক্তিহীন, অন্ধ, অথর্ব প্রায়। তোমারও ভ্রম হয় বৃদ্ধ বলে।

মানোয়া ঃ আমি কখনোই বলিনি তুমি বৃদ্ধ। কিন্তু তোমার মতই দেখতে, এক অন্ধ আমাকে এখানে এনেছে, আমাকে দিব্যদৃষ্টি দেবে বলে। তুমিই যদি সে বৃদ্ধ হও- তাহলে দয়া করে বল সেই মন্ত্রটি, আমার দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন নেই, শুধু আমাকে এখান থেকে ফিরে যাবার মন্ত্রটি বলে দাও।

স্যামসন ঃ শান্ত হও। আমি সেই অন্ধ নই। আমি কোন মন্ত্র সাধনা করিনা।

হারাফা ঃ ফাঁসোয়া, আমার মনে হয় এই যুবক নিশ্চিত যে স্যামসনই তাকে এখানে এনেছে।

ফাঁসোয়া ঃ কিন্তু এই সুকঠিন পাহারা এড়িয়ে সে বেরুবে কি করে?

হারাফা ঃ স্যামসন মায়াবী। মায়ার বলে সে অনেক কিছুই করতে পারে।

জুডাস ঃ আমার মনে হয়, আপনারা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। আপনাদের উচিৎ আপনাদের পরিকল্পনা মাফিক একে হত্যা করা।

স্যামসন ঃ জুডাস! আমি জুডাসসের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

জুডাস ঃ ফাঁসোয়া, এ কী বলছে।

ফাঁসোয়া ঃ আমাদের যা জানার, তা জেনেছি- এখন বোধহয় আমরা বিদায় নিতে পারি।

স্যামসন ঃ জুডাস; জুডাস এখানে আছে।

ফাঁসোয়া ঃ স্যামসন, এখানে জুডাস নেই।

স্যামসন ঃ আমি নিশ্চিৎ এখানে জুডাস আছে। একবার, একবার ওকে সামনে এনে দাও। আমার শরীরে এখনো যে শক্তি অবশিষ্ট আছে, তা দিয়েই ওকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারবো।

হারাফা ঃ আহারে বেচারা, শত্রু; পরম শত্রুকেও যদি সামনে এনে না দেয়া হয় তবে অসহায়। সত্যিই জুডাস, আমার মনে হয় একে মেরে ফেলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

স্যামসন ঃ হা ঈশ্বর, চোখ দু'টোকে তুমি এতো অরক্ষিত অক্ষিগোলকে স্থান দিয়েছ কেন যে সামান্য বাতাসে নিভে যায়। আলোই যদি প্রাণের উৎস হয় তবে চোখের স্থান শুধু অক্ষিগোলকে কেন? কেন তার ব্যাপ্তি সমস্ত শরীরে দিলে না- তাহলেইতো আমার এই জীবন্ত সমাধি হতো না- হতে হতো না এই সব নপুংশকদের উপহাসের পাত্র।

হারাফা ঃ নপুংশক ? আমরা নপুংশক? বেশী আর দেরী নেই। বুঝবি আমাদের পৌরুষ। আমার বশ্যতা স্বীকার করা তোর বাঁচার একমাত্র উপায়। তোর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে লুটিয়ে পড় আমার পায়ে। কারণ একমাত্র আমিই তোর জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে পারি। আমি সেই হারাফা যে হতে পারি তোর মৃত্যুদূত অথবা ত্রানকর্তা।

স্যামসন ঃ আস্ফালন করছিস, অত দুর থেকে কেন ? কাছে আয়। যদিও দৃষ্টিহীন, তবুও দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করছি তোকে। তোর সাহস থাকলে ফাঁসোয়া,ডেগান আর জুডাসকে ছাড়া তোর শক্তির উৎস সেই দৈত্যকে নিয়ে আমার মোকাবেলা কর। আমার এ অন্ধত্ব তোর মতো লোককে যুদ্ধে পরাজিত করার পথে কোন অন্তরায় নয়।

হারাফা ঃ যুদ্ধ, তোর সাথে যুদ্ধ? দেশদ্রোহী ক্রীতদাস এক। দন্ডিত আসামী। দেশ তোকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছে । তোর সাথে কোন যোদ্ধা অন্তত যুদ্ধ করবে না।

স্যামন ঃ আমি তোদের চোখে আসামী হতে পারি, কিন্ত দেশবাসীর চোখে কিছুতেই দেশদ্রোহী নই।

হারাফা ঃ তুই শুধু দেশদ্রোহীই না, তুই একজন বেঈমান । তুই মানুষকে স্বপ্নের সাগরে ভাসিয়ে রক্তাক্ত করেছিস। তোর শক্তির মদমতায় অন্ধ হয়ে তোর নিজের জাতির ত্রিশ জনের বলি চড়িয়েছিস। মা-বোনদের সদা সতর্ক থাকতে হতো পাছে তোর শক্তির আস্ফালনের কাছে লুণ্ঠিত হয় তাদের সতীত্ব।

স্যামসন ঃ হায় ঈশ্বর, এ কথাও আমায় শুনতে হলো। এই অপপ্রচারনার আগে আমার মৃত্যু হলোনা কেন?

ফাঁসোয়া ঃ দুঃখ করোনা স্যামসন, মৃত্যুই তোমার শেষ ঠিকানা।

স্যামসন ঃ ফাঁসোয়া, কাপুরুষ ফাঁসোয়া, রাত্রির অন্ধকারে আক্রমনকারী ফাঁসোয়া, নাপিতের ভুমিকায় পারদর্শী ফাঁসোয়া, তোর হয়তো জানা নেই মৃত্যু সবারই শেষ ঠিকানা।

জুডাস ঃ হারাফা, তুমি তোমার পরিকল্পনা মাফিক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগাও। ফাঁসোয়া যদি সঙ্গে থাকে, জয় তোমার সুনিশ্চিত।

হারাফা ঃ ফাঁসোয়া আর একটু সময় চায় । আর আমার দৈত্যটাও যথেষ্ট তৈরী নয়- বহুদিন তাকে কাজে লাগাইনি তো।

জুডাস ঃ আর দেরী করোনা। তৈরী করো তোমার দৈত্যকে । ফাঁসোয়া, আর সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। আমার মনে হয় হারাফাকে তোমার মন – প্রান দিয়ে সাহায্য করা উচিত।

ফাঁসোয়া ঃ আমি আর একটু ভাবতে চাই ।

জুডাস ঃ ভাবনা চিন্তার সময় এটা নয়। দেখছো না, স্যামসনের চুল আবার বড় হয়ে উঠছে। যে কোন সময় এ উম্মাদ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, তখন সে হবে অপ্রতিরোধ্য।

ফাঁসোয়া ঃ এখানে আমাদের প্রয়োজন বোধ হয় ফুরিয়েছে। এ যুবক যে মানোয়া নয়, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

হারাফা ঃ আমি এখনও ততটা নিশ্চিত নই।

ফাঁসোয়া ঃ যুবক, চলে এসো আমাদের সাথে।

মানোয়া ঃ কোথায়?

ফাঁসোয়া ঃ ডেগানের কাছে । তিনিই তোমার ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

মনোয়া ঃ তোমাদের সব কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে, আমার ভাগ্যের ঠিকানা আমি একটু একটু করে খুঁজে পাচ্ছি। আমি এখানেই থাকতে চাই। পথের ঠিকানা না পেলেও স্যামসনই হয়তো আমায় পথ দেখাতে পারবে।

স্যামসন ঃ ভুল, ভুল। আমি নিজেই আমার পথের ঠিকানা জানিনা, তোমাকে দেখাবো কি করে।

মানোয়া ঃ তবুও আমি চেষ্টা করতে চাই।

স্যামসন ঃ নিঃসঙ্গ জীবন আমার বহুদিনের, তোমার সঙ্গ হয়তো ভালোই লাগবে। তাছাড়া তোমাকে কেন যেন এদের মতো উপহাসকারী মনে হচ্ছে না। যে সুন্দরের প্রতীক্ষায় আমি এখনও জীবন ধারন করে আছি, তোমার সঙ্গ হয়তো তারই পথ দেখাবে। হয়তো এটাই বিধাতার ইচ্ছা।

হারাফা ঃ স্যামসন, এই যুবকের সাথে চক্রান্ত করে কোন লাভ নেই।

স্যামসন ঃ আয়নায় নিজের ছবিই প্রতিবিম্বিত হয় হারাফা।

ফাঁসোয়া ঃ বৃথা বাক্য ব্যয় এখানে অপ্রয়োজনীয়। যুবক, এখানে থাকলে অবধারিতভাবে তোমার ভাগ্য স্যামসনের ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে পড়বে।

মানোয়া ঃ অনেক আগেই তা জড়িয়ে পড়েছে।

ফাঁসোয়া ঃ মনে রেখো, তুমি নিজেই বেছে নিলে এ পথ। চলে এসো সবাই।

হারাফা ঃ স্যামসন মনে রাখিস, একমাত্র আমার সখ্যতাই তোকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

স্যামসন ঃ আমার জীবন তোর শত্রুতার জন্য উৎসর্গকৃত হারাফা।

হারাফা ঃ বেশ, বেশ, বেশ ভালো। হা হা হা
(সবাই বেরিয়ে যায়)

মানোয়া ঃ স্যামসন, সবাই চলে গেছে। এবার অন্তত স্বীকার কর যে তুমিই সেই অন্ধ বৃদ্ধ, আমাকে পথ দেখাও, নয়তো বলে দাও সেই মন্ত্র যাতে আমি যুক্তি পাব।

স্যামসন ঃ শান্ত হও যুবক, আমি সেই বৃদ্ধ নই।

মানোয়া ঃ ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি সে, বৃদ্ধ তুমি নও। কিন্তু সে বৃদ্ধ আমাকে স্যামসনকে খুঁজে নিতে বলেছিল। কেন?

স্যামসন ঃ আমার তো তা জানবার কথা নয়।

মানোয়া ঃ নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। এখানে তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই আমার মনে হয়েছে বন্ধু বলে। তুমি একটু চেষ্ট করবে না আমার জন্য।

স্যামসন ঃ আমার নিজের জীবনই আজ অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল।

মানোয়া ঃ তুমি তো কারো দয়া ভিক্ষা করছো না, আমি করছি।

স্যামসন ঃ দয়া ভিক্ষা করছিনা কারণ, এক বিধাতা ছাড়া আমি কারো কাছে মাথা নত করিনি। দয়া ভিক্ষা করছিনা, কারণ আমার জন্ম হয়েছিল বিধাতার ইচ্ছায়, দেশকে সুন্দরতম কিছু সময় উপহার দেয়ার জন্য, দেশবাসীকে সুন্দরের বন্যায় ভাসিয়ে নেবার জন্য। আমি বিশ্বাস করি, বিধাতার এখনও আমার উপর আস্থা আছে।

মানোয়া ঃ তাই যদি বিশ্বাস করো, তবে তো তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তুমি যদি হারাফাকে স্বীকার করেই নাও তাহলে ক্ষতিটা কোথায়?

স্যামসন ঃ তুমি দেখছি শুধু দিকভ্রষ্টই নও, নীতিভ্রষ্ট এক পথিক। (নিরবতা)

মানোয়া ঃ এ কথাও আমি ঐ বৃদ্ধের মুখে শুনেছি। এরপরও তুমি বলবে তুমি সে নও?

স্যামসন ঃ হ্যাঁ বলবো, কারণ সত্য উচ্চারন আমার ভূষণ।

মানোয়া ঃ আমি সেই বৃদ্ধকে বিশ্বাস করি। আমি জানি তুমি আমাকে উদ্ধার করবে।

স্যামসন ঃ বৃদ্ধের প্রতি তোমার বিশ্বাস আর আমার প্রতি তোমার অবিচল আস্থা এই বন্ধুহীন পরিবেশে আমায় বাঁচার প্রেরণা যোগাবে।

মানোয়া ঃ তুমি কি বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছিলে?

স্যামসন ঃ হয়তো, হয়তো আমার অসহায় জীবন ফাটল ধরিয়েছিল আমার বিশ্বাসে।

মানোয়া ঃ কিন্তু তোমাকে তো বেঁচে থাকতেই হবে। তোমার জাতির জন্য তোমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। হারাফার দৈত্যের নখরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার হাত থেকে তোমার দেশকে বাঁচাবার জন্য তোমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

স্যামসন ঃ আমি শক্তিহীন অথর্ব এক। এক বিজাতীয় নারীর মোহে হারিয়েছি আমার শক্তি। আমিতো গাঁটছাড়া বাঁধতে পারতাম আমারই জাতির কোন নারীর সাথে। তাহলে হয়তো স্বাগর রহস্য আমারই তত্ত্বাবধানে থেকে যেতো। কিন্তু তা না করে যে ভুল আমি করেছি, তার মাশুল আজ আমায় দিতে হচ্ছে। সে নারী, বিশ্বাসঘাতিনী বধু, আমার এক দুর্বল মুহূর্তে জেনে নিল আমার শক্তির রহস্য- আর তা জানিয়ে দিল শত্রুর গুপ্তচরদের কাছে।

মানোয়া ঃ স্যামসন, দুঃখ করোনা। তোমার কেশরাজী আবার বড় হবে। আবার শক্তি ফিরে আসবে তোমার প্রতিটি পেশীতে। আবার তুমি উদ্ভাসিত হবে স্বমহীমায়। সে উদ্ভাসিত আলোয় পথ চলবে জনগণ- পৌঁছবে গন্তব্যে।

স্যামসন ঃ আমি জানি জনগণ আমায় ভালোবাসে। তাদের ভালোবাসার ঐকান্তিক কামনাতেই আমার জন্ম; তারাও জানে, আমাকে ভালবাসার মধ্যেই তাদের মুক্তি।

মানোয়া ঃ ভালোবাসা, স্যামসন ভালোবাসা। ঐ বৃদ্ধ ভালবাসার কথাই বলেছিল।

স্যামসন ঃ কেন, তুমি কি কখনো কাউকে ভালবাসনি?

মানোয়া ঃ ঐ বৃদ্ধ তোমার কথাও বলেছিল স্যামসন।

স্যামসন ঃ আমার দেখাতো তুমি পেয়েছোই।

মানোয়া ঃ আহ্, থামোতো, আমাকে একটু স্মরণ করতে দাও।

স্যামসন ঃ হ্যাঁ যুবক, তুমি স্মরন কর। আমি চাই তুমি মুক্তি পাও। পৃথিবীর তাবৎ পরাধীন মানুষের মুক্তির মাঝে আমি আমাকে দেখতে পাই, তাদের মুক্তিতেই যে আমার প্রতিষ্ঠা।

মানোয়া ঃ পেয়েছি স্যামসন, আমি পেয়েছি আমার মুক্তির মন্ত্র। (উত্তেজিত)

স্যামসন ঃ উচ্চারন কর সেই সত্য বাক্য। মুক্তি পাক তোমার অন্তর।

মানোয়া ঃ স্যামসন, হে স্যামসন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

(ট্রিম্পেট বেজে উঠে; নেপথ্যে ডেগানের আগমন বার্তা শোনা যায়) না না না এটা সে মন্ত্র নয়, কিন্তু এরকমই কিছু একটা। আহ্, কি সেই মন্ত্র। (ডেগান প্রবেশ করে। সাথে সাথে ফাঁসোয়া, হারাফা, ডে-লায়লা, জুডাস)

ডেগান ঃ সুপ্রভাত স্যামসন। ও, তোমার কাছে তো ভোরের আলো আর রাত্রির অন্ধকারের কোন পার্থক্য নেই। তুমি তো অন্ধকার নরকের কীট এক। সে যাই হোক, তোমার এই নরকে আমি এসেছি এক সু-সংবাদ নিয়ে।

স্যামসন ঃ ওহ্ পরিহাস, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। হে ঈশ্বর, আমাকে নিয়ে তুমি আর খেলোনা- এই পরিহাসের সমাপ্তি ঘটাও।

ডেগান ঃ স্যামসন, আমিই এখন তোমার ঈশ্বর। আমার কাছে তুমি তোমার প্রার্থনা জানাও।

স্যামসন ঃ মরনশীল মানুষ হ'য়ে ঈশ্বর- ঈশ্বর খেলা ভাল নয় ডেগান।

ডেগান ঃ আমি ঈশ্বর- ঈশ্বর খেলছিনা স্যামসন। আমিই তোমার অধিশ্বর; যাক, যে জন্য এসেছি; তুমি জেনে হয়তো খুশী হবে যে, তোমার প্রিয়তমা পত্নী ডে-লায়লা ফাঁসোয়ার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে সম্পতি প্রকাশ করেছে।

স্যামসন ঃ এটা সত্যিই আমার জন্য সুসংবাদ। এবার ধ্বংস হবে ফাঁসোয়া।

ডে-লায়লাঃ স্যামসন!

স্যামসন ঃ সেই বিশ্বাসঘাতিনি এখানে আছে ! তোমরা তাকে আমার কাছে আসতে নিষেধ করো। নারীর রক্তে রঞ্জিত হোক বীর স্যামসনের হাত, এ আমি চাইনা। যা, সুখে থাক তুই ফাঁসোয়ার কাছে, যার হয়ে তুই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস আমার সাথে।

ডে-লায়লা ঃ স্যামসন, আমি জানি, তুমি আমাকে ঘৃনা করো। কিন্তু আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসতাম; আর ভালোবাসতাম বলেই তোমাকে আরো কঠিন বাঁধনে বাঁধার জন্য তোমার শক্তির রহস্যের চাবিকাঠি হাত করেছিলাম। অবশ্য সে কথা তোমার শত্রুর কাছে প্রকাশ করা কখনোই উচিৎ হয়নি? কিন্তু তুমিইবা এতটা বিশ্বাস কেন করেছিলে এক অবলা নারীকে

স্যামসন ঃ আহ্, একি অপুর্ব ধৃষ্ঠতা। নিজের অপকর্ম ঢাকতে চায় অন্যের উপর অভিযোগ এনে। এ এক আশ্চার্য প্রতারণার কৌশল। নিজকে প্রতারিত করবার কৌশল।

ডে-লায়লা ঃ আমি কোন প্রতারক নই স্যামসন। তার প্রমান দেবার জন্য আমি আজ তোমাকে একটি কথা বলে যাই। (আস্তে আস্তে কারাগারের দরজার বাইরে চলে যায়) তুমি অন্ধ। তোমার পোষাক আজ ছিন্ন – ভিন্ন, মলিন। কিন্তু তোমার কেশরাজি, যা কেটে নিয়ে এরা তোমাকে করেছিল শক্তিহীন- তা ঠিক আগের রূপ ফিরে পেয়েছে। সেই রূপ, যখন তুমি আমার প্রেমে পড়েছিলে; সেই রূপ- যে সময় তুমি ছিলে মহাবীর।

স্যামসন, তুমি কি তোমার শক্তি অনুভব করতে পারছো না, তোমার শরীরের প্রতিটি রন্দ্রে কি তুমি অনুভব করতে পারছো না তোমার শক্তির মদমত্ততা?

স্যামসন ঃ পাচ্ছি- পাচ্ছি, আমি গন্ধ পাচ্ছি সেই শক্তির, যার সামনে উড়ে যায় শত্রুর বিশাল বাহিনী।

ডে-লায়লা ঃ আমি জানি স্যামসন, আমি জানি। আর সেই জন্যই এই নরকের কীটগুলোকে এই কারাগারে তোমার সাথে রেখে যাচ্ছি বাইরে থেকে সব অর্গল বন্ধ করে। কেউ এসে এদের বের করে নিয়ে যাবার আগে তুমি ধ্বংস কর। ধ্বংস কর এই অপশক্তিগুলোকে। বিজয়ীর বেশে তুমি বের হয়ে আস, আলোকবর্তিকা বহন করে, নিয়ে আসো তোমার দেশবাসীর জন্য। আমি তোমার মংগল কামনা করছি স্যামসন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। (বেরিয়ে যায়)

ফাঁসোয়া ঃ বিশ্বাসঘাতিনী, আমার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা। তোকে, তোকে আমি ধ্বংস করবো। প্রহরী, প্রাহরী।

স্যামসন ঃ (বিকট হাসিতে ফেটে পড়ে) হ্যাঁ, আমি অনুভব করছি আমার শক্তিকে। সেই শক্তি, যাতে মনে হয় সমস্ত পৃথিবীর ভার আমার কাঁধের উপর নিয়ে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারি যুগের পর যুগ। সব অপশক্তিগুলোকে আজ আমি টিপে টিপে হত্যা করবো, কোথায় সেই শয়তান হারাফা, ডাক তোর দৈত্যকে; হোক আজ শক্তি পরীক্ষা তোর সাথে। কোথায় ফাঁসোয়া, ডেগান। এগিয়ে আয় তোদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে। আজ আমি তোদের প্রলয় – রাত্রি দেখিয়ে ছাড়বো।

মানোয়া ঃ স্যামসন, তুমি তোমার শক্তি ফিরে পেয়েছো। এবার আমার মুক্তির পথ দেখাও।

স্যামসন ঃ আজ আমার কাছে কোন মুক্তির বানী নেই। আছে শুধু ধ্বংসের, আমার শত্রুর ধ্বংসের বানী।

মানোয়া ঃ স্যামসন, আমি তোমার শত্রু নই। আমাকে তুমি বাঁচাবে না?

স্যামসন ঃ যদি তুমি আমার বন্ধু হও, এগিয়ে আসো। আমার হাত ধরে নিয়ে চলো আমার শত্রুর কাছে।

মানোয়া ঃ এ আমার সৌভাগ্য স্যামসন, এ আমার সৌভাগ্য। (এগিয়ে এসে স্যামসনের হাত ধরে)

(এ জায়গাগুলিতে সবাই দ্রুত জায়গা পরিবর্তন করছে। মানোয়া স্যামসনকে ধীর গতিতে পথ দেখিয়ে একেক বার একেক দিকে যাচ্ছে।

জুডাস ঃ হুজুরদের আমি আগেই বলেছিলাম, একে হত্যা করুন।

ডেগান ঃ ফাঁসোয়া, এগিয়ে যাও- নিশ্চিহ্ন কর শয়তানটাকে।

ফাঁসোয়া ঃ অসম্ভব, ওর সামনে আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। তারচেয়ে হারাফা, তুমি তোমার দৈত্যকে ডাকো। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী। এখানেই শেষ হোক সব খেলার।

হারাফা ঃ সময়টা খারাপ বাঁছনি, একসাথে স্যামসন এবং ক্ষমতা!

ডেগান ঃ হারাফা, আর দেরী কিসের। ডাকো তোমার দৈত্যকে। পরীক্ষা হয়ে যাক তোমার শক্তির।

মানোয়া ঃ স্যামসন, একটু তাড়াতড়ি হাঁটো- নয়তো এরা ধরা –ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে।

স্যামসন ঃ ধিক্ আমার অন্ধত্বকে। আলোর কাছে শক্তি আজ পরাজিত, আমি আর সহ্য করতে পারছিনা এ অসহায়ত্ব।

হারাফা ঃ আয়, আয়- আমার শক্তির উৎস (দুরে গোঙ্গানীর শব্দ)।

স্যামসন ঃ যুবক, তোমায় ধন্যবাদ। তুমি এবার আমার হাত ছাড়তে পারো। হারাফা, তোর সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাক। তোর দৈত্য আর তোর ডাকে সাড়া দেবেনা। শুনতে পাচ্ছিস্ না ওর গোঙ্গানীর শব্দ। দেশের জনগণ নিশ্চয়ই ওকে মেরে ফেলছে। ঐ শোন তার মরন চিৎকার। ওরকম চিৎকার একমাত্র তোর বশে থাকা দৈত্যের মরন চিৎকারই হবে। ওরকম একটা দুর্বল প্রাণীকে নিয়ে তুই আস্ফালন করিস আমার সামনে! ওর জন্যেতো আমার জনগণই যথেষ্ট। জনগণ কবর রচনা করুক তোর দৈত্যের, আর আমি কবর রচনা করবো তোদের। জীবন্ত সমাধীস্থ করবো আমার শত্রুদের। এতে যদি আমিও নিশ্চিহ্ন হই, ক্ষতি নাই।

জুডাস ঃ ওর কথায় বিশ্বাস করোনা। হারাফা, তুমি আরো জোরে মন্ত্র পাঠ কর (হারাফা মন্ত্র উচ্চারণ করতেই থাকে)

স্যামসন ঃ আজি ফাগুন বেলার পরসাদ
যায় হারায়ে অকাল বাদলে
ভাঙ্গে সুখ শ্রান্তির অবসাদ
ঐ মত্ত মেঘের মাদলে।
ফুঁকে কালবৈশাখী তুর্য
কাঁপে দেউদ্বার বটভূর্জ
ডুবে মধ্য দিনের সূর্য
ভীমা অমাবশ্যার আদলে।
টুটে সিদ্ধ কামের পরমাদ
আজি সহসা অকাল বাদলে।
(এরপর থেকে মানোয়ার ডায়লগের পেছনে হালকাভাবে হারাফার মন্ত্র থাকবে)
ঘোর ঈশানে সঘনে গরজায়
ঐ প্রলয় পাগল অশনি

মানোয়া ঃ স্যামসন, তুমি একি করছো?

স্যামসন ঃ ভাঙ্গা কুঞ্জবনের দরজায়
নাচে রুদ্রানী দিক বসনী।

মানোয়া ঃ স্যামসন, তোমার এ প্রলয় নৃত্য থামাও।

স্যামসন ঃ তারই লেলিহান অসি খরধার
লিখে গগনে গগনে সংহার
মানোয়া ঃ এই নরকতুল্য প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ছে, স্যামসন থামো।
স্যামসন ঃ যত ত্রিকাল তিষ্ঠ মূলাধার
পারে ঝঞ্ঝা বরাহ দশনী
মানোয়া ঃ তোমার শত্রুর সাথে তুমিও মারা যাবে স্যামসন।
স্যামসন ঃ ধরা আঘাতে আঘাতে মুরছায়
ক্রোধে গরজে গগনে আসনি
মানোয়া ঃ স্যামসন, তোমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে।
(ঘরের কিছু অংশ খুলে পড়ছে)
স্যামসন ঃ আজ মহেশ মেলেছে বিলোচন
পায়ে তান্ডব জেগে উঠেছে
মানোয়া ঃ আমার মুক্তির জন্য তোমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন।
স্যামসন ঃ হলো বিঘ্নের শাপ বিমোচন
পূণঃ সৌরলোকে এসে ছুটছে।
মানোয়া ঃ তোমার জাতির জন্য, দেশের জন্য বেঁচে থাকা প্রয়োজন।
স্যামসন ঃ বুঝি উদঘাটে দ্বার নরকের
যত তৃষিত পিশাচ মরকের
মানোয়া ঃ সমগ্র পৃথিবীর মুক্তির দোহাই, আমার বন্ধুত্বের দোহাই, তুমি থাম।
স্যামসন ঃ তারা মেতেছে গাজন চরকে
সারা বিশ্বের স্থিতি টুটেছে
মানোয়া ঃ আমি আমার ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, স্যামসন তুমি থাম।
স্যামসন ঃ ঐ রসাতলে যায় ত্রিভুবন।
মানোয়া ঃ স্যামসন, আমি তোমায় ভালোবাসি।
স্যামসন ঃ আজ প্রলয়েশ জেগে উঠেছে।
মানোয়া ঃ হে অন্ধ, আমি তোমায় ভালোবাসি।

(সব আলো কেটে যায়। কোরাসে স্যামসন জোরে থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অডিওর ভৌতিক সুর জোরে থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অডিটরিয়ামের ছোট ছোট আলোগুলো জ্বলছে, নিভছে। কোরাস, অডিও এবং অডিটরিয়ামের আলোগুলো কেটে যাবে যখন মঞ্চে আবার আলো জ্বলে উঠবে। মঞ্চের স্পট জ্বলে ওঠে। ট্রাংকটা শুরুতে যে টেবিলের উপর রাখা ছিল তার উপর রাখা। তালাবদ্ধ ট্রাংক- কিন্তু ট্রাংকটির কিছু ফাঁক গলে ধোঁয়া এবং আলো বেরিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে ট্রাংকের ভেতরের আলো নিভে যায়। যুবকটি এক পাশে শুয়ে আছে। ট্রাংকের আলো নিভে যাবার পর যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। অন্য এক কোণে অন্ধ বৃদ্ধটি বসে পুঁথির সুর গুনগুনিয়ে গাইছে)